করোনাভাইরাসের মতো সরকার জনগণের শ্বাস চেপে ধরেছে: রিজভী

করোনাভাইরাস যেমন মানুষের নি:শ্বাস বন্ধ করে দেয় ঠিক তেমনিভাবে সরকারও জনগণের শ্বাস চেপে ধরেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

সোমবার নয়াপল্টনে বিএনপি’র কেন্দ্রীয় কার্যালয় ভিডিও কনফারেন্সে তিনি এসব কথা বলেন।

রুহুল কবির রিজভী বলেন, সরকার চলছে হুকুমবাদের মনোভাব ও বাধ্যকরণের নীতির বাস্তবায়নের মাধ্যমে। তাদের আর একটি প্রধান নীতি হচ্ছে জনগণকে বশ মানাতে বলপ্রয়োগ করা। সরকারের অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্তের কারণে গ্রামে গ্রামে নীরবে ছড়াচ্ছে করোনাভাইরাস। ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশই এখন কোভিড-১৯ ভাইরাসের দখলে। ঢাকার পরিস্থিতি ভয়াবহ ও বিপজ্জনক।

করোনার অভিঘাতে দেশব্যাপী প্রায়-দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছে। অর্থনীতির চাকা স্তিমিত, আমদানীর পাশাপাশি রফতানী আরও আশঙ্কাজনক হারে কমছে, ধসে গেছে রেমিটেন্স। করোনার কারণে চাহিদা ও ভোগ হ্রাস পাওয়ায় কর্মহীন হয়ে পড়েছে জনগোষ্ঠীর একটি বিশাল অংশ। মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন আয়ের মানুষদের চোখে সর্ষে ফুল দেখার দশা। এর ওপর ফ্যাসিবাদের অবয়ব চূড়ান্ত রুপ ধারণ করেছে।

তিনি বলেন, সরকার তাদের সৃষ্ট শূন্যভান্ডার পূরণ করতে মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে নিম্ন আয়ের মানুষের গলায় ছুরি বসিয়ে টাকা আদায় করছে। করোনা মহামারীর এই প্রলয়ংকারী দুর্যোগের সময় সুষ্ঠু ভোটে নির্বাচিত দায়িত্বশীল সরকার থাকলে বিদ্যুৎ বিল মওকুফ, বাড়ি ভাড়ার বিষয়ে সহায়তা করা, বিনামূল্যে করোনা চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে সহায়তা করতো।

বিএনপি’র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, করোনা ভাইরাস যেমন মানুষের নি:শ্বাস বন্ধ করে দেয় ঠিক তেমনিভাবে সরকারও জনগণের শ্বাস চেপে ধরেছে। সরকার এতোটাই নির্বিবেক ও বেপরোয়া যে, হরিলুট হওয়া

সরকারী অর্থের ঘাটতি পূরণে গরীব মানুষের শরীর থেকে রক্ত টেনে নিচ্ছে।

এই করোনাকালে আমরা বেশ কয়েকজন মানবিক বাড়ীওয়ালা দেখেছি যারা ভাড়াটিয়াদের বাড়ীভাড়া মওকুফ করে দিয়েছেন। আবার অনেক বাড়ীওয়ালা ভাড়াটিয়াদের সাথে করছে নির্দয় আচরণ। ভাড়াটিয়ারা খুবই আতঙ্কের মধ্যে আছে, কখন তাদেরকে বাসা থেকে বের করে দেয়। সরকার বিদ্যুৎ-গ্যাসের দাম বৃদ্ধিতে বাড়ীওয়ালারাও ভাড়াটিয়াদের কাছ থেকে নানাভাবে মাশুল আদায় করছে অন্যায়ভাবে। যারা ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহিতা তাদের সুদ মওকুফের ঘোষণা দেয়া হলেও নির্দয়ভাবে সুদ আদায় করা হচ্ছে।

এই সরকার দেউলিয়া হওয়া অর্থনীতি সচল রাখার জন্য স্বল্প আয়ের মানুষদের মাটির সাথে মিশিয়ে দিচ্ছে। বর্তমান দুর্নীতি-বান্ধব সরকার দেশের ভঙ্গুর অর্থনীতি, করোনার আঘাতে দেশের বেহাল দশা ও প্রায়-দুর্ভিক্ষাবস্থা ঠেকাতে ‘কোড অব সাইলেন্স’ প্রয়োগ করছে। অসহায় মানুষকে নীরবে সইতে হচ্ছে ক্ষুধা ও জুলুমের যন্ত্রণা। অসম্ভব হয়ে পড়েছে মানুষের জীবন-যাপন। সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

মেহেরপুরে জেলা প্রশাসকের বরাবর বিএনপি’র স্মারকলিপি প্রদান

মেহেরপুরে কৃষকদের সাথে ধান ক্রয় ও ন্যায্যমূল্য প্রদান নিশ্চিত করতে জেলা বিএনপি স্মারকলিপি প্রদান করেছে। বুধবার জেলা প্রশাসক আতাউল গনি বরাবর এই স্মারকলিপি প্রাদন করেন জেলা বিএনপি’র সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন। জেলা প্রশাসনের মিডিয়া সেল জেলা প্রশাসকের পক্ষে স্মরকলিপি গ্রহন করে।

পরে সাংবাদিকদের সাথে মাসুদ অরুন ব্রিফিং করেন, এসময় তিনি বলেন, করোনা সংকট জনিতকারণে বাংলাদেশের কৃষক এক চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন যাপন করছে। কৃষক নিদারুন কষ্টের মধ্যে কোন মতে ধান কাটা

সম্পন্ন করেছে। উৎপাদন খরচের মধ্যে ধানের ন্যায্য ব্যবধান প্রতি মৌসুমেই কৃষকের জন্য এক নতুন সংকট তৈরি করে। ধানের ন্যায্য মূল্য না পাওয়ায় কৃষক ঋণে জর্জরিত হয়।

প্রতিবাদ করেও কোনরুপ প্রতিকার পায় না। গত বছর ধান ক্ষেতে আগুন জ্বালিয়ে মনের ক্ষোভ প্রশমন করেছিল কৃষক। করোনা পরিস্থিতিতে দেশের খাদ্য সংকট তৈরি হওয়ার আশংকা বিদ্যমান। ন্যায্যমূল্য নরা পেয়ে কৃষক উৎপাদনের আগ্রহ হারালে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। যার কারণে মানুষ না খেয়ে মরবে।

আমরা জাতীয়বাদী কৃষক দল মেহেরপুর জেলা শাখা মধ্যস্বত্ব ও সুবিধাভোগীদের কাছ থেকে ধান ক্রয় না করে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ধান ক্রয় করে মূল্য নিশ্চিত করার জন্য আপনার মাধ্যমে সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র খাদ্য বিতরণ

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির উদ্যোগে ৫শ’টি অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

জিয়াউর রহমান এর ৩৯ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে ৫ শ অসহায় দুস্থ পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী তুলে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাসুদ অরুন।

শনিবার সকাল ৬ টার সময় মেহেরপুর জেলা বিএনপি র অফিস চত্বরে এ খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হয়।

খাদ্য বিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস,
জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, জেলা বিএনপির যুগ্ম-সম্পাদক আরজুল্লাহ মাস্টার বাবলু,

সদর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শাহাবুদ্দিন মোল্লা, জেলা বিএনপির অন্যতম নেতা শাজাহান সাহান,জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা সেচ্ছাসেবক দলের সহ-সভাপতি আজমল হোসেন মিন্টু,জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি মুশারফ হোসেন তপু, যুগ্ম-সম্পাদক সাইদুর রহমান সুজন, যুগ্ম-সম্পাদক নওশেল আহমেদ রনি,
মুজিবনগর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক খোরশেদ আলম, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি আকিব জাবেদ সেনজির,
সহ-সভাপতি তৌফিক এলাহী শাকিল, সাধারণ-সম্পাদক আলমগীর হোসেন, সাংগঠনিক-সম্পাদক সাঈদ বিন রফিক সিজার, মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্রদলের আহ্বায়ক ফাহিম আহনাফ লিংকন প্রমুখ।

হাসপাতালে করোনা রোগীরা নূন্যতম চিকিৎসাও পাচ্ছেন না: রিজভী

হাসপাতালগুলোতে করোনাভাইরাস আক্রান্ত রোগীরা নূন্যতম চিকিৎসাসেবাও পাচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

শুক্রবার সকালে এক অনুষ্ঠানে তিনি এই অভিযোগ করেন।

রিজভী বলেন, করোনায় আক্রান্ত রোগীরা চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে কোনো বেড পাচ্ছেন না। বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে চিকিৎসার জন্য মানুষ হাহাকার করছে। মানুষ করোনায় আক্রান্ত হলেও ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে না। যদি করোনা পজিটিভ হয় কোথায় চিকিৎসা নেবে তারা? হাসপাতালে বেড নাই, কোনো চিকিৎসা নাই-কিচ্ছু নাই। সরকার ফ্লাইওভার করেছে কিন্তু একটা হাসপাতালেও নির্মাণ করে নি। হাসপাতালে প্রয়োজনীয় যে আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম দরকার সেটা দেয় নি।

রিজভী বলেন, সরকার উন্নয়ন দেখাচ্ছে। এসব করে আপনার নেতাকর্মীদের পকেট ফুলতে ফুলতে্ একেবারে বেলুনের মত করে দিয়েছেন।মানে টাকা এত

বেশি পকেটে ঢুকেছে-বেলুনের মত। মানুষ যেখানে বাঁচবে, জনগন যেখানে বাঁচবে।তাদের রোগে-শোকে ভোগলেও ন্যুনতম একটা চিকিৎসার ব্যবস্থা সরকার করেনি। করোনায় আক্রান্ত হলে অক্সিজেন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়। সেই অক্সিজেন সিলিন্ডার বাংলাদেশের ৯০ শতাংশ হাসপাতালে নেই, অক্সিজেন মাস্ক যেটা দরকার সেটা ৮০ শতাংশ হাসপাতালে নেই, অক্সিজেন লাঞ্চে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে মেশিনটি দরকার সেটা ৬৯ শতাংশ হাসপাতালে নেই। এভাবে দেশের মানুষ নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করছে।

সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে(এডিপি) স্বাস্থ্যখাতে কম বরাদ্দ দেয়ায় সরকারের কড়া সমালোচনা করেন রিজভী।

রাজধানীর উত্তরার ৪৭ নং ওয়ার্ডে মহানগর উত্তর বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক এম কফিলউদ্দিনের উদ্যোগে দুস্থ ও দরিদ্র মানুষের মধ্যে ঈদসামগ্রী উপহার বিতরণের এই অনুষ্ঠান হয়। এ সময়ে মহানগর উত্তরের নেতা আহসানউল্লাহ হাসান, এবিএমএ রাজ্জাক, মোতালেব হোসেন রতন, মমতাজ উদ্দিন, এফ ইসলাম চন্দন, সফুরউদ্দিন মৃধা, সাইফুল ইসলাম সরুজ, তাজুল ইসলাম, মো. মুনির, জাহিদ মাস্টার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এরপর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মহানগর পূর্ব ছাত্র দলের উদ্যোগে দুস্থ ও দরিদ্র মানুষের মধ্যে ঈদ উপহার বিতরণ করেন রিজভী। এ সময়ে ছাত্রদলের সভাপতি ফজলুর রহমান খোকন, সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন শ্যামল, সিনিয়র সহ-সভাপতি কাজী রওনাকুল ইসলাম শ্রাবণসহ মহানগর পূর্বের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

এরপর দুপুরে মগবাজারে মীরবাগে ফিউচার অব বাংলাদেশের উদ্যোগে দুস্থ মানুষের মধ্যে ঈদ উপহার বিতরণ করেন রিজভী। এই সময়ে শওকত আজিজ, জামাল হোসেন টুয়েল, রেজাউল হোসেন অনিক উপস্থিত ছিলেন।

রিজভী বলেন, আমরা যদি বলি সরকারি হিসাব ২৮ হাজারের বেশি করোনায় আক্রান্ত এদেশের মানুষ এবং ৪শ’ দুই মারা গেছেন। এটা হচ্ছে সরকারি হিসাব। আর যারা মেডিকেল গবেষণা করে, বড় বড় ডাক্তাররা বলেছেন, সরকার যে হিসাব দিচ্ছে তার থেকে ১০ গুন থেকে ৪০ গুন মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন এবং মারা যাচ্ছেন।

সরকার অনেক পরিসংখ্যান গুম করছেন, প্রকাশ হতে দিচ্ছেন না। এটা আমার কথা নয়, যারা এসব নিয়ে গবেষণা করছেন তাদের কথা। তাহলে সরকার কি করেছে? যুগান্তর

আলমডাঙ্গায় তারেক রহমানের উপহার পৌঁছে দিলেন বিএনপি নেতা শরীফ

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ক্ষতিগ্রস্ত ও নির্যাতিত নেতা-কর্মী- সমর্থকসহ করোনাকালে ক্ষতিগ্রস্ত অস্বচ্ছল পরিবারের মধ্যে দেশনায়ক তারেক রহমানের উপহার-সামগ্রী পৌঁছে দিয়েছেন জেলা বিএনপির সদস্য ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী শরীফুজ্জামান শরীফ।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল আটটায় চুয়াডাঙ্গা সদরের কুতুবপুর ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে বিএনপি নেতা শরীফুজ্জামান শরীফের সহযোগিতায় স্থানীয়দের মধ্যে এ উপহার প্রদান করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সদর থানা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহসভাপতি ও কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম নজু, ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি একরামুল হক, আব্দুল মজিদ, খাজা, আমির মেম্বার, বিল্লাল মেম্বার, মোশরফ, যুবদল নেতা মসিউর, ছাত্রনেতা মাহবুব প্রমুখ।

পরে আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির আয়োজনে উপজেলা যুবদলের প্রয়াত নেতা বল্টু, হারদী ইউনিয়ন বিএনপির নেতা মৃত সবুর ও কালিদাসপুর ইউনিয়ন বিএনপির নেতা মৃত শওকতে বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তাঁদের পরিবারের খোঁজখবর নেওয়াসহ তাঁদের একটি করে সেলাই মেশিন ও খাদ্যসামগ্রী প্রদান করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও ডাউকি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক আহ্বায়ক আব্দুল জব্বার, আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি আনিসুর রহমান আনিস, সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমান পিণ্টু, আইনাল হক, জিল্লুর রহমান ওল্টু, চুয়াডাঙ্গা পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, জেলা জাসাসের সাধারণ সম্পাদক মো. সেলিমুল হাবিব সেলিম, চমক, গোলাম হোসেন, যুবদলের নেতা খাইরুল, রফিকুল, পৌর যুবদলের

সদস্যসচিব কনক, সোহাগ, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক আমান উল্লাহ আমান, আরিফ আহমেদ শিপলব, ছাত্রনেতা সুমন প্রমুখ।

মেহেরপুরের গাংনীতে জেলা ছাত্রদল ও বিএনপি’র উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে করোনায় কর্মহীন হয়ে পড়া অসহায় পরিবারের মাঝে জেলা ছাত্রদল সাহারবাটি ইউনিয়ন ও উপজেলা বিএনপি কাথুলী ইউনিয়নে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের সার্বিক সহযোগীতায় মঙ্গলবার সকাল ৬ টায় বাংলাদেশ জেলা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের উদ্যোগে সাহারবাটি ইউনিয়নে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে লকডাউনে থাকা ২২০টি কর্মহীন ও অসহায় পরিবারকে এ সহায়তা প্রদান করা হয়।

পরে সকাল ৭ টার সময় কাথুলী ইউনিয়নের রামকৃষ্ণপুর ধলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে উপজেলা বিএনপি’র উদ্যোগে ২০০ পরিবারের মাঝে এ খাদ্য প্রদান করা হয়। উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি ও তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান রেজাউল হকের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাসুদ অরুন।

এছাড়াও জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক, সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, যুবদল নেতা আক্তারুজ্জামান, জেলা বিএনপির সাহিত্য ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক প্রভাষক আক্তাজ্জামান, জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দাল হক, সাধারণ সম্পাদক কাউছার আলী,

গাংনী উপজেলা স্বেচ্ছা সেবক দলের সভাপতি শহিদুল ইসলাম, বিএনপি নেতা জাফর আকবর, হাসানুজ্জামান, সাহেব আলী সেন্টু, সাবেক ছাত্রদল

নেতা আক্তারুজ্জামান লাভলু, কামরুল ইসলাম, বিএনপি নেতা সাহিদুল ইসলাম, জামাল আহমেদ, সালাউদ্দীন, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি নাজমুল হোসেন, গাংনী উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আব্দুল মালেক চপল বিশ্বাস, যুগ্ম আহবায়ক নাসিম খাদ্য বিতরণ কাজে উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

কেন্দ্রীয় নির্দেশনায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের আহ্বানে করোনা ভাইরাসে কর্মহীন অসহায় মানুষের মাঝে জেলা বিএনপি খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে।

গতকাল শনিবার মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী, কলাইডাঙ্গা, মোমিনপুর, বর্শিবাড়িয়া, পাঠকেলপোতা ও হাসনাবাদ গ্রামে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।

সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

মেহরপুর জেলা যুবদলের উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরে জেলা যুবদলের উদ্দ্যেগে, করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে আজ বৃহস্পতিবার সকালে, মেহেরপুর সদর উপজেলার ৭টি গ্রামে কর্মহীন দুঃস্থ ও অসহায় ঘরবন্দি, ৭০০ পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সভাপতি ও মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য জনাব মাসুদ অরুন।

খাদ্য সামগ্রী বিতরণে উপস্থিত ছিলেন- মেহেরপুর জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, সাধারণ সম্পাদক কাওসার আলী, সহ-সভাপতি মোশাররফ হোসেন তপু, বাবু সাবের, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান সুজন, নওশেল আহমেদ রনি, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক শিমুল বিশ্বাস, সদর উপজেলা যুবদলের আহবায়ক লিয়াকত আলী, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম-আহবায়ক খোরশেদ আলম দুখু।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন- মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি ওলি মোহাম্মদ, যুগ্ম-সম্পাদক আরজুল্লাহ মাষ্টার বাবলু, জেলা বিএনপি’র অন্যতম নেতা শাহজাহান শাহান সহ সদর উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গ-সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

বিএনপি নেতা জাকিরের ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সদস্য ও পিচ এম্বাসেডর জাকির হোসেন এর উদ্যোগে ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত রয়েছে। শুক্রবার মেহেরপুর শহরের প্রায় ৩০টি পরিবারের হাতে ব্যক্তিগত ভাবে ত্রাণ খাদ্য সামগ্রী পৌছে দেন।

মেহেরপুর জেলা যুবদলের সদস্য ও ৫ নং ওয়ার্ড যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম মনি এই ত্রাণ সামগ্রী বাড়ি বাড়ি গিয়ে পৌছে দেন।

অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত থাকবে বলে জানান জাকির হোসেন।

খালেদা জিয়ার হোম কোয়ারেন্টাইন শেষ, পুত্রবধূর তত্ত্বাবধানে চলছে চিকিৎসা

শর্তসাপেক্ষে জামিনে মুক্তির পর বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার নির্ধারিত ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইন শেষ হয়েছে। তবে করোনা পরিস্থিতির উন্নতি না পর্যন্ত তিনি ‘হোম কোয়ারেইনটাইনেই’ থাকবেন বলে জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

বৃহস্পতিবার গণমাধ্যমকর্মীদের এ তথ্য জানিয়েছেন তিনি।

মহাসচিব মির্জা ফখরুল বলেন, করোনাভাইরাসের সংক্রমণে এখন সারা বিশ্বের টালমাটাল অবস্থা বিরাজ করছে। দেশেও এখন লকডাউনের মতো অবস্থা হয়ে গেছে-এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে শতভাগ কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে। সেখানে তিনি নিরাপদে আছেন।
মির্জা ফখরুল আরও বলেন, যখন এই পরিস্থিতির উন্নতি হবে তখনই পরবর্তী অবস্থার কথা আমরা চিন্তা করবো।

তিনি বলেন, ম্যাডাম যথেষ্ট অসুস্থ, এখনো তার শারীরিক অবস্থার খুব বেশি উন্নতি হয়নি। আমাদের দাবি ছিল দেশের বাইরে নিয়ে তাকে চিকিৎসা দেয়ার। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেটার অনুমতি নেই। আর করোনার কারণে দেশের এখন যে সার্বিক অবস্থা তাতে সব ডাক্তার ঠিতমতো সার্ভিস দিতে পারছেন না। তার ব্যক্তিগত চিকিৎসকরা যতটুকু পারছেন চিকিৎসা দিচ্ছেন।

একটা মূল বিষয় ছিল যে, তাকে চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া- আমাদের দাবিটা ছিল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে তারা বলেছেন যে, দেশের বাইরে যাওয়া যাবে না।’

এদিকে বিএনপি’র ভাইস চেয়ারম্যান ডা. এজেডএম জাহদ হোসেন সাংবাদিকদের জানান, দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্ত্রী ডা. জোবাইদার তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় বেগম জিয়ার চিকিৎসা চলছে। তিনি লন্ডন থেকে চিকিৎসার সার্বিক বিষয় দেখাশোনা করছেন বলেও জানান ডা. জাহিদ।

গত ২৫ মার্চ নির্বাহী আদেশে ৬ মাস সাজা স্থগিত রেখে খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেয় সরকার। ওইদিন বিকেল ৫টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের থেকে মুক্তি পেয়ে অসুস্থ খালেদা জিয়া গুলশানের বাসা ফিরোজায় অবস্থান করছেন।

বিডি প্রতিদিন